আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭৪তম ন্যাশনাল সালানা জলসায়
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা ও বর্তমান ইমাম
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) প্রদত্ত

বাংলাদেশের জন্য শান্তির বাণী

৭৪ তম সালানা জলসা
13.14.15 February, 1998

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

বাংলাদেশের আহমদীদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক নসিহতপূর্ণ পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৪তম সালানা জলসার প্রেক্ষাপটে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারী'৯৮ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫-৩০ মিঃ মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (MTA)-এর লন্ডন ষ্টুডিও থেকে বাঙ্গালী আহমদীদের উদ্দেশ্যে একটি দিক-নির্দেশনামূলক নসিহতপূর্ণ পয়গাম প্রদান করেন। MTA থেকে সরাসরি এটি সারা বিশ্বে যুগপৎ সম্প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, লন্ডন ষ্টুডিওতে লন্ডন প্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালী আহমদীদের নিয়ে এটি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর একটি ক্ষুদ্র জলসার রূপ ধারণ করে। এতে লন্ডনে এমটিএ বাংলা ডেস্কের মাওলানা ফিরোজ আলম কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং বাঙ্গালী যুবক যুবায়ের বাংলা নযম পরিবেশন করেন। এর পরে হুযূর (আইঃ) জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখেন তা আমরা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপন করছি।

আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উপরোক্ত পয়গামের উপরে আমল করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলীম জামাত, বাংলাদেশ

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি প্রথমে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। এমন সময়ের কথা বলছি যখন বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়নি। বাংলাদেশ তো অবশ্যই ছিল। ঐ যুগ থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র গিয়েছি- সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু অংশ যেমন রাঙামাটি, চট্টগ্রাম পর্যন্ত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যা বার্মার সাথে মিশেছে সেই উপকুল অঞ্চল খুবই মনোরম। এই সকল অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এমন কোন অঞ্চল নেই যা আজও আমার মনে পড়ে না। আল্লাহ্ আপনাদিগকে খুবই সুন্দর দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। আমি স্থান দেখতে যেতাম না; যদিও স্থান দেখারও আমার শখ আছে, আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মনে রেখেছেন। আমার এখনও স্মরণ আছে, কে কেমন লম্বা, তাদের বাচনভঙ্গী কেমন ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের সকল কথাই আমার জানা আছে। আমার স্মৃতিপটে এখনও (এইসব স্মৃতি) অঙ্কিত আছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়তের বিস্তৃতি হতে পারে। এমনই যেন হয় এটাই আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। সুতরাং এই কারণে প্রচার ও বিস্তারে বেশ কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্‌র ভয়, হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন শত্রুর প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। অতএব আপনাদের জন্যে জরুরী বিষয় এই যে, **আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন।** আমার ধারণা এই যে, **আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ আছে। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে, পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন।** যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন তাহলে সেখানে ইমাম মাহদী (আঃ) আসতেন না। সবচে' খারাপ লোক যেখানে থাকে আল্লাহ্‌তাআলা সে

স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্যে সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। পাঞ্জাব থেকে 'মূর্খ' আলেমরা এত বেশী সৃষ্টি হয় যে, সাধারণ মানুষ ভুলক্রমে মনে করেন যে, এসকল আলেম গোটা হিন্দুস্থান থেকেই তৈরী হচ্ছেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে বেশ ভারী সংখ্যায় মৌলভী সৃষ্টি হয়েছেন। এর মধ্যে বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী। হাজারা থেকে হোক বা লুধিয়ানা থেকে, এরা আসলে সকলেই পাঞ্জাবের অধিবাসী। এবং এরা রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার জন্যই ধর্ম শিখে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে– তোমরা কি আল্লাহ্‌র বান্দার বিরোধিতা করে নিজেদের রুটি– রুজির ব্যবস্থা করবে? এরা দীনের শিক্ষা কেবল রুটি-রুজির কারণেই করে থাকে। এরা সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে আছে। খোঁজ করলে দেখতে পারবেন যে, এই সকল মৌলভীদের সিংহভাগই পাঞ্জাবী। সবচে' কট্টর ও দুষ্ট মৌলভী পাঞ্জাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্‌তাআলা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ কখনো দুষ্টুমিতে পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোনক্রমে পাঞ্জাবীদের সাথে দুষ্টুমিতে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। আমি যখন বাংলাদেশে যেতাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতাম তখন আমার সাথে (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর) মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ও অন্য যারা থাকতেন তাদেরকে বলতাম যে, আপনারা দেখে শুনে সবচেয়ে কট্টর আলেমকে আমার সাথে দেখা করার জন্য, কথা বলার জন্য নিয়ে আসুন। তারা এই ভেবে ভয় পেতো যে, মৌলভী না আবার আমার সঙ্গে বেয়াদবী করে বসে। আমি বলতাম, ভয় কর না বরং সবচে' দুষ্টজনকে ডেকে আন। ডাকার পর যখন আমি তার সাথে কথা বলতাম, তখন সেই দুষ্ট মৌলভী আমার বন্ধু হয়ে ফেরত যেতেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে যায়, এদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিন। যারা শোরগোল করে উঠে যায় তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের নিকট গিয়েও বলুন যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবেন। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়তের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন।

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব তারা যেন আহমদী ভাইদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যেভাবে যুদ্ধের সময় উপর থেকে ভারী বোমা ফেলে যুদ্ধাঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে দেয়া হয় আর তখন সাধারণ পদাতিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এখন এগোও। যে এলাকায় গোলাগুলি চলতে থাকে ঐ এলাকায় সাধারণ লোক গেলে তারা গুলির সম্মুখীন হয়ে মারা পড়ে। অতএব যুদ্ধে জয়ী হতে হলে প্রথমে ঐ এলাকার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তারপর সাধারণ সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিতে হয়, "যাও, এবার অঞ্চল দখল করে নাও"। আমাদের অঞ্চল তো মানুষের হৃদয়। আমাদের অঞ্চল কোন ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। অতএব হৃদয় জয় ও দখল করার পূর্বে আধ্যাত্মিক বোমা বর্ষণ অত্যাবশ্যক। **প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন।**

এটিই আমার বাণী ও কথা, যা কিনা আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রথম থেকেই বলে আসছি। আপনারা সবাই ঠিকমত জানতে পেরেছেন কিনা তা আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু আজ আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। **এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেখানে খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।**

মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষ অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা ব্যথা। ইসলামী রাষ্ট্র তো এমন হবে যেখানে মানুষের দারিদ্রকে দূর করা হবে। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, **আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়ত। দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার এইসব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়তই আপনাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে-উদ্ধার করতে পারে।**

আপনারাতো মৌলবাদকে প্রথম থেকেই লালন করে রেখেছেন। প্রথম থেকেই মৌলভীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। আহমদী হন বা গয়ের আহমদী হন সকলেই মৌলভীদের পিছনে চলছেন। মৌলভীরা কোথায় কি এমন পরিবর্তন সাধন করেছেন? কোথায় তারা ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন? কোথায় পুণ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন? সারা বাংলাদেশতো আগের মতই দিশেহারা অথচ

মৌলভীদের রাজত্ব সেখানে। এই রাজ্য থেকে আপনারা কী পেতে পারেন? যে রাজ্য বিগত পঞ্চাশ বছরে আপনাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি? আগামীতেই বা তারা কী দেবে? কিন্তু যে গ্রাম আহমদীয়ত গ্রহণ করছে সেই গ্রামকে দেখুন কত ভাল পরিবেশ সেখানে! তারা পরস্পর কত সুন্দর হৃদ্যতার পরিবেশে বাস করছেন!

আপনাদের জন্য আমার এই বাণী–এই পয়গাম। আমাকে এখন অন্য প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে, আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন যা আমি বলেছি। **যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি ইহাই সঠিক ব্যবস্থা-পত্র। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।**

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপ্লব সাধন করতে হবে। পাকিস্তানের মৌলভীরা বারবার বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করছে যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। এমনিতেই আপনারা অনেক কষ্টে আছেন। আপনারা পাকিস্তানীদের মতই যদি হতে চান তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছিলেন? পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিন। পাকিস্তানে যে নোংরা-আবর্জনা ছেয়ে আছে তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আহমদীয়ত এখনও আপনাদের ওখানে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। আর যেখানে বিস্তার লাভ করেছে সেখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। একটি পৃথক (নযরকাড়া) মনোরম দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপ প্রেম ও ভালবাসায় সিক্ত ও সিঞ্চিত। আপনারা সমগ্র দেশকে এরূপ একটি আহমদী দ্বীপে পরিণত করুন। আপনারা এখানে বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা বসে আছেন, পত্রিকার প্রতিনিধিরাও। বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও আছেন। বড় সম্মানীত জ্ঞানীরা বসে আছেন। আমি জানি তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সত্য বলছি। অতএব আমার আবেদন এই যে, **আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হউন।** (এরপর হুযুর (আইঃ) বাংলায় বলেন–অনুবাদক) **আপনাদেরকে ধন্যবাদ।** আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু।

অডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত ঃ অনুবাদ – মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী ও
মৌলভী আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম

প্রকাশনায়- **আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ**
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা–১২১১, বাংলাদেশ।

13. 14. 15 February. 1998
১৩,১৪,১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮
AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT
BANGLADESH

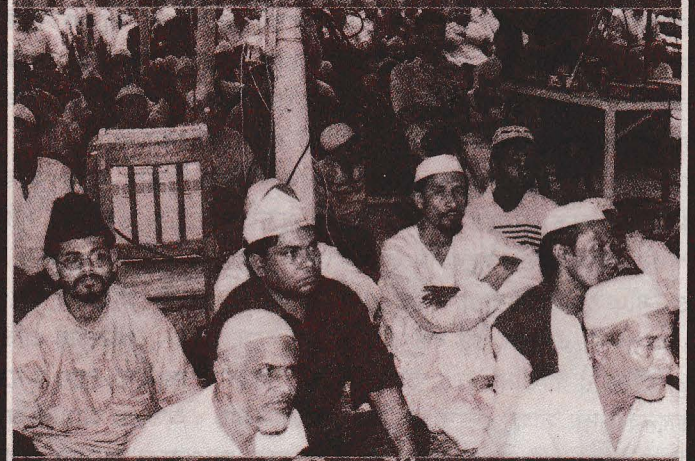

13. 14. 15 February.
১৩,১৪,১৫ ফেব্রুয়ারী